আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: পাবনা

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়সুশীলসমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. অধ্যাপক এ আর শামসুল ইসলাম, সাবেক অধ্যক্ষ, মহিলা কলেজ, পাবনা (সভাপতি: আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: পাবনা)
২. মতিউর রহমান, সম্পাদক, *প্রথম আলো*
৩. আব্দুল মতিন মিঞা, সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি, পাবনা
৪. মাহবুব-উল-আলম মুকুল, সভাপতি, কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, পাবনা
৫. বেবী ইসলাম, সভাপতি, পাবনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল ও মোটর মালিক সমিতি
৬. পূরবী মৈত্র, সভাপতি, মহিলা পরিষদ, পাবনা
৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুন্নবী, সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি বুলবুল কলেজ, পাবনা
৮. ক্যাপ্টেন (অব.) ডা. ইলিয়াস ইফতেখার রসুল, চিকিৎসাবিদ
৯. গোপাল সান্যাল, পাবনা ড্রামা সার্কেল
১০.আবুল কাশেম, আহ্বায়ক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, পাবনা
১১.শামীমা শিরীন, মহিলা কমিশনার, পাবনা পৌরসভা
১২.মাসুদ রানা, ছাত্র, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা
১৩.বেগম রোকেয়া আজাদ, সভাপতি, সচেতন মহিলা সমিতি, চাটমোহর, পাবনা
১৪.মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা, ছাত্র, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা
১৫.রাবেয়া খাতুন, যুগ্ম-সম্পাদক, সুপ্র, বাংলাদেশ
১৬.মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, ছাত্র, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা
১৭.জাফর সাদেক, সহকারী অধ্যাপক, আটঘরিয়া কলেজ, পাবনা
১৮.রইচ উদ্দিন খান বাবু, শিক্ষক, সুজানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাবনা
১৯.ডা. সারওয়ার জাহান, প্রজেক্ট-ইন-চার্জ, পাবনা কমিউনিটি হাসপাতাল
২০.সাইফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা
২১.আজিজুল হক, অধ্যক্ষ, শহীদ আমিনুদ্দিন আইন কলেজ, পাবনা
২২.আনোয়ারুল হক, প্রতিনিধি, *দৈনিক ইত্তেফাক*, পাবনা
২৩.রণেশ মৈত্র, রাজনীতিবিদ
২৪.আমজাদ হোসেন, সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক সভাপতি, পাবনা জেলা আইনজীবী সমিতি
২৫.অ্যাডভোকেট কামরুন নাহার, লিগ্যাল এইড সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, পাবনা
২৬.শবনম মঞ্জিলা খানম মিতা, মহিলা কমিশনার, পাবনা পৌরসভা
২৭.হাবিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, পাবনা রিপোর্টার্স ইউনিটি
২৮.মানিক মজুমদার, মহাসচিব, উত্তর বাঙলা সংস্কৃতি পরিষদ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, পাবনা
২৯.আমিনুর রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য, পাবনা ডায়াবেটিক সমিতি
৩০.মুহাম্মদ আবুল মাসুদ, সাধারণ সম্পাদক, বনমালী ইনস্টিটিউট, পাবনা
৩১.অ্যাডভোকেট আব্দুস সামাদ খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, পাবনা জেলা শাখা
৩২.এম এ কাফি সরকার, সভাপতি, দোকান মালিক সমিতি, পাবনা

৩৩.ওবায়দুল হক, আইনজীবী
৩৪.শহিদুর রহমান, সম্পাদক, *দৈনিক নতুন বিশ্ববার্তা* ও প্রভাষক, দুলাই কলেজ, পাবনা
৩৫.হাসান আলী, সম্পাদক, *সাপ্তাহিক নয়া আন্দোলন* ও সদস্য সচিব, মানবাধিকার ব্যুরো, পাবনা
৩৬.মোহাম্মদ কোবাদ আলী, কার্যনির্বাহী সদস্য, পাবনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৩৭.সাঈদ হাসান দারা, কথাসাহিত্যিক
৩৮.এস এম মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রধান, চলনবিল উদ্যোগ, চাটমোহর, পাবনা
৩৯.আব্দুল মতীন খান, সম্পাদক, *দৈনিক নির্ভর* ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শহীদ সাধন সংগীত মহাবিদ্যালয়, পাবনা
৪০.রোকেয়া খান, আওয়ামী শিল্পীগোষ্ঠী, পাবনা
৪১.রফিকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, পাবনা
৪২.স্বাধীন মজুমদার, সভাপতি, প্রথম আলো বন্ধুসভা, পাবনা
৪৩.মোহাম্মদ হোসেন আলী, ছাত্র, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা
৪৪.আব্দুল আজিজ, সভাপতি, কর আইনজীবী সমিতি, পাবনা
৪৫.অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌস, প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও সভাপতি, মহিলা আওয়ামী লীগ, পাবনা জেলা শাখা
৪৬.আমিরুল ইসলাম রাঙা, সভাপতি, জাসদ, পাবনা জেলা কমিটি
৪৭.গোলাম ফারুক প্রিন্স, সাংগঠনিক সম্পাদক, আওয়ামী লীগ, পাবনা জেলা কমিটি
৪৮.জাকির হোসেন, পলিটব্যুরো সদস্য, ওয়ার্কার্স পার্টি, পাবনা
৪৯.শামসুল হক টুকু, সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ, পাবনা জেলা কমিটি
৫০.রেহমান সোবহান, চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ও আহ্বায়ক, *নাগরিক কমিটি ২০০৬*
৫১.আব্দুল কাদের, নির্বাহী পরিচালক, সমতা
৫২.পাঞ্জাব আলী বিশ্বাস, সাবেক সংসদ সদস্য ও পরিচালক, প্রগ্রেসিভ পলিসি অব লাইফ
৫৩.কে এম আতাউর রহমান রানা, নির্বাহী পরিচালক, ভূমিহীন উন্নয়ন সংস্থা, চাটমোহর, পাবনা
৫৪.মেজর (অব.) লিয়াকত, মুক্তিযোদ্ধা
৫৫.রেজাউল রহিম লাল, সহসভাপতি, আওয়ামী লীগ, পাবনা জেলা কমিটি
৫৬.কাজী রফিকুল আলম, সহসভাপতি, ডায়াবেটিক সমিতি, পাবনা
৫৭.ভাস্কর চৌধুরী, সহসভাপতি, গণশিল্পী সংস্থা, পাবনা
৫৮.মুজতাবা আব্দুল আহাদ, উন্নয়নকর্মী, প্রতিশ্রুতি, পাবনা
৫৯.গণেশ দাস, নাট্যকর্মী, পাবনা
৬০.এস এম আলাউদ্দিন পরাগ, সভাপতি, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ইছামতী, পাবনা
৬১.হাবিবুর রহমান, দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচন পর্যবেক্ষক, জানিপপ
৬২.সাঈদুল হক, সহসভাপতি, আওয়ামী লীগ, পাবনা জেলা কমিটি
৬৩.সাজ্জাদ রহমান, উদ্যোক্তা
৬৪.ননীগোপাল সরকার, এরিয়া ম্যানেজার, নিপা ফার্মাসিউটিক্যালস, পাবনা
৬৫.হিমেল রানা, ছাত্র, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা
৬৬.আবুল কালাম আজাদ, মুক্তিযোদ্ধা
৬৭.আবদুল মান্নান খান, অধ্যক্ষ, শহীদ এম মনসুর আলী কলেজ, পাবনা
৬৮.মুরশাদ সোবহানী, পাবনা প্রতিনিধি, *দৈনিক ইনকিলাব*

৬৯.শফিকুল ইসলাম শিবলী, সভাপতি, পাবনা রিপোর্টার্স ইউনিটি
৭০.এ বি এম ফজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, পাবনা প্রেসক্লাব
৭১.এম এ ছালাম, নির্বাহী পরিচালক, পাবনা প্রগতি সংস্থা ও সাধারণ সম্পাদক, সুপ্র, পাবনা
৭২.সারোয়ার আলম, পরিচালক, সমতা
৭৩.মুস্তাফিজুর রহমান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, পাবনা জেলা শাখা
৭৪.সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, এ আর কর্নার ব্যবসায়ী সমিতি, পাবনা
৭৫.আমিরুল ইসলাম, প্রভাষক, আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা
৭৬.মনজুর হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ফর সোশাল সার্ভিস, দিলালপুর, পাবনা
৭৭.আকিঞ্চন বড়ুয়া, জানিপপ
৭৮.সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, পল্লীসমাজ উন্নয়ন সংস্থা, পাবনা
৭৯.চন্দনকুমার চক্রবর্তী, সহসভাপতি, আওয়ামী লীগ, পাবনা জেলা শাখা
৮০.সারোয়ার উল্লাস, সাধারণ সম্পাদক, প্রথম আলো বন্ধুসভা, পাবনা

সূ চ না প র্ব

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রায় তিন মাস আগে সিপিডির উদ্যোগ এবং *প্রথম আলো, ডেইলি স্টার* ও *চ্যানেল আইয়ের* সহযোগিতায় আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা 'জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক এ সংলাপের প্রক্রিয়া শুরু করি। এ ধরনের কাজ আমাদের এই প্রথম নয়। ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগেও একটি টাস্কফোর্স গঠন করে বিশেষজ্ঞ নাগরিকদের মতামত নিয়ে আগত সরকারের জন্য একটি সুপারিশমালা আমরা তৈরি করেছিলাম। ২০০৩ সালে আবার সে টাস্কফোর্সের সমাবেশ ঘটিয়ে সরকারকে দেওয়া আমাদের সেই সুপারিশগুলো কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে তার একটা মূল্যায়ন করেছিলাম।

২০০৭ সালের নির্বাচন ঘনিয়ে আসার পর আমাদের মনে হয়েছে, বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে ধারণার খুব একটা তারতম্য হয়নি। সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ যথেষ্ট হয়েছে। সমাধানগুলোও অনেকাংশে জানা। কিন্তু সমাধানের কার্যকর পদ্ধতি নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সে জন্য আমাদের মনে হয়েছে, ১৫ বছর ধরে আমাদের দেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কী উন্নতি হয়েছে এবং আগামী দিনগুলোতে আরও কী উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময়ে দেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে, উৎপাদন বেড়েছে, জাতীয় রপ্তানি বেড়েছে, শিক্ষাহার বেড়েছে, শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, নারী-পুরুষ বৈষম্য কমেছে ইত্যাদি। কিন্তু তার সুফল সবাই সমভাবে পায়নি। উন্নয়নের সুফল ঠিকভাবে পৌঁছায়নি নদী ভাঙনকবলিত মানুষের কাছে, পৌঁছায়নি চরাঞ্চলের মানুষের কাছে। দরিদ্র ও ধনীর বৈষম্য, শহরের সঙ্গে গ্রামের পার্থক্য বেড়েছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি।

এগুলো বিশ্লেষণে আমাদের মনে হয়েছে, দেশে যে প্রতিষ্ঠানগুলো গরিব কিংবা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে, সেগুলো বেশ দুর্বল। যেমন–বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, আয়কর বিভাগ ইত্যাদি। এগুলো ঠিক করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তাই আগামী নির্বাচনে যেন সৎ, যোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচিত হতে পারেন সে জন্য আমরা একটি উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করি।

অনেকে বলেন, আমরা রাজনীতি করছি। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, আমরা তা করছি না। যেহেতু ভোটাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যেন স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে একজন উপযুক্ত মানুষকে খুঁজে পায় সেটাই আমরা চাই। এ মানুষদের খুঁজে পেতে পর্যাপ্ত তথ্যও তার কাছে থাকা প্রয়োজন। যেমন–তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়ের উৎস, বিষয়-সম্পত্তির হিসাব (নিজের নামে কিংবা তার ওপর নির্ভরশীলদের নামে), তার ব্যাংক ঋণের পরিস্থিতি (একক বা যৌথ), তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা আছে কি না, তিনি সাজাপ্রাপ্ত কি না, আগে জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকলে তখন তার ভূমিকা কী ছিল, তিনি কর দেন কি না, তিনি টেলিফোন বা বিদ্যুৎ বিল খেলাপি কি না, তিনি কয়বার দলবদল করেছেন ইত্যাদি তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

যদি সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যায়, তাহলে আরও অগ্রগতি সম্ভব বলে আমরা মনে করি। কী উন্নতি সম্ভব, তা আমরা *বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১* বইটিতে লেখার চেষ্টা করেছি।

আ লো চ না

মতিউর রহমান

দেশ এখন আরেকটি নির্বাচনের দিকে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের কাজ অনেক। যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে আশঙ্কা হচ্ছে সব কাজ সম্পন্ন করা যাবে কি না। বিগত তিনটি নির্বাচনে আমরা দেখেছি, যারা পরাজিত হন তারা ফলাফল মেনে নিতে চান না। এবারেও যদি একই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে কী হবে তা নিয়েও শঙ্কা। অপরদিকে নির্বাচন কমিশন যেভাবে কাজ করছে, তাতে সন্দেহ আরও দৃঢ় হচ্ছে। মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তাই বাড়ছে।

আমাদের স্বপ্ন ছিল একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন সমাজের। কিন্তু আমাদের শুরুটা ভালো হয়নি। এরপর নামে-বেনামে চলেছে সামরিক শাসন, যা দেশে দুর্নীতি বাড়িয়েছে। দেড় দশক হলো আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে গেছি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজও আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। নির্বাচনে যখন যারা বিজয়ী হয়েছেন, তারা নিজেদের মতো করে দেশ চালিয়েছেন। কারও সহযোগিতা, মতামত তারা নেননি। দলীয়করণ করেছেন, দেশে দুর্নীতি বেড়েছে, সংসদ কার্যকর হচ্ছে না। আবার বিরোধী দলে যখন থাকেন তখন সংসদে তারা যান না, হরতাল-অবরোধ অব্যাহত রাখেন। দীর্ঘদিন ধরে দেশে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে আলোচনা নেই। এটা গণতন্ত্র কিংবা উন্নয়নের জন্য শুভ নয়। এভাবে সমাজে অনিশ্চয়তা স্থায়ী রূপ নিতে চলেছে। নির্বাচন হচ্ছে কিন্তু আমরা অগ্রসর হতে পারছি না। আমরা মনে করি, এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না।

নির্বাচনে দলগুলো অনেক অঙ্গীকার করে, অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু আমাদের অগ্রগতি ক্রমেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক অর্জন সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। দেশ এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে এগিয়ে যেতে পারব কি না, তা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকবে কি না, আমাদের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য যতটুকু রয়েছে তাও ধরে রাখা যাবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমরা আরেকটু দায়িত্বশীলতা প্রত্যাশা করি। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে সবকিছু ভুলে কালো টাকা, পেশিশক্তি, দুর্নীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আমরা যারা এ উদ্যোগ নিয়েছি, আমাদের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কিংবা উচ্চাভিলাষ নেই। নিজেদের অর্থে আমরা এ আয়োজন করেছি। বিদেশিদের কাছ থেকে কোনো অর্থ এখানে আসেনি। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আমাদের দাবি, আপনারা মানুষের কথাগুলো শুনুন। অঙ্গীকারগুলো পালন করুন।

আমাদের এ উদ্যোগ নিয়ে নানাভাবে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে। আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার, আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। জনকল্যাণমূলক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

আব্দুল মতিন মিঞা

দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আগামী নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গত ১৫ বছরে নির্বাচনগুলোতে কালো টাকা ও পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য লক্ষ করেছি। এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যারা নির্বাচনে জয়ী হচ্ছেন, তাদের কাছে আমরা আসলে কী প্রত্যাশা করতে পারি। আশা করাটাও বৃথা। কেননা তারা তো ভোট কিনে নির্বাচিত হয়েছেন।

পাবনা দেশের একটি পুরোনো জেলা হলেও এখানে উন্নয়নের ছোঁয়া তেমন একটা লাগেনি। এখানে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি। কটন মিল বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমাদের দাবি, এ কারখানাটি আবার চালু করতে হবে। এখানে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে হবে। এর জন্য জমি অধিগ্রহণও করা হয়েছিল, কিন্তু তা এখনো হয়নি। পাবনা সদরে রেলস্টেশন স্থাপন করতে হবে। তাহলে শিল্পোদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগে উৎসাহী হবেন। দেশের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবনা এডওয়ার্ড কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নির্বাচনের সময় দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলো ইশতেহার প্রকাশ করে তাদের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কিন্তু স্থানীয় সমস্যাগুলো নিয়ে প্রার্থীদের কোনো লিখিত ইশতেহার প্রকাশ হতে দেখা যায় না। যদিও তারা মুখে বলেন। এ বিষয়ে আসনভিত্তিক একটি লিখিত ইশতেহারের বিষয় আমরা সামনে তুলে আনতে পারি।

মাহবুব-উল-আলম মুকুল

আমার পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, সুশীল সমাজকে রাজনৈতিক নেতারা কিছুটা ঈর্ষার চোখে দেখেন। সম্প্রতি বিভিন্ন ঘটনায় এটা আরও পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে। কিছুদিন আগে সিপিডির এক অনুষ্ঠানে কিছু বক্তব্য নিয়ে বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান একটি মামলা করেছেন। যদিও আমরা টিভি চ্যানেলগুলোর খবরে দেখেছি, তারা সে ধরনের বক্তব্য দেননি। তাদের বক্তব্য বিকৃত করে তার ভিত্তিতে মামলা করা হয়েছে। মামলা তিনি করতে পারেন, কিন্তু মামলা দায়েরের পর মাহমুদুর রহমান আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় টিভি চ্যানেলগুলোতে যে বক্তব্য দেন, তাতে আমার তীব্র আপত্তি আছে।

আপনাদের এ উদ্যোগ জেলা ছাড়িয়ে তৃণমূলে অন্তত উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কি না তা ভেবে দেখার প্রস্তাব জানাচ্ছি। পাবনায় আমরা গ্যাস পেয়েছি, কিন্তু সে গ্যাস শিল্পোৎপাদনে ব্যবহার করতে এখনো আমরা সফল হইনি। পাবনার শিল্পোদ্যোক্তারা এখানে বিনিয়োগ না করে অন্যস্থানে বিনিয়োগ করছেন। এখানকার ইছামতী নদী পুনঃখনন করা অত্যন্ত জরুরি। এটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা দরকার। দু-একবার এর উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা পূর্ণাঙ্গভাবে করা হয়নি। ফলে সমস্যার সমাধানও হয়নি।

বেবী ইসলাম

দেশ আজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। এখন সৎ মানুষ পাওয়া দুষ্কর, তবে সৎ মানুষ এখনো আছেন। স্বাধীনতার বিরোধীরা আজ জাতীয় পতাকাবাহী গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন। কথা বলতেও ভয়। রেহমান সোবহান, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে যখন দেশের পক্ষে কথা বলার জন্য আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তখন আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? দেশে টাকা ছাড়া কিছুই হয় না। পাবনায় জেএমবির সবচেয়ে বেশি বোমা বিস্ফোরণ হলেও একজনও গ্রেপ্তার হয়নি। আমরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি, সেমিনার করি, কিন্তু এ নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে যাওয়া হয় না। নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা হলফনামায় স্বাক্ষর করেন তারা পাঁচ লাখ টাকার বেশি খরচ করবেন না। তারা কি সে কথা রাখেন? না রাখলে তো মিথ্যাবাদীতে পরিণত হন। আসুন, সবাই মিলে মিথ্যাবাদীদের প্রত্যাখ্যান করি, ধর্মের নামে যারা বিভেদ তৈরি করে তাদের প্রত্যাখ্যান করি।

পূরবী মৈত্র

নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অসংখ্যবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেনি। জাতিসংঘ ঘোষিত নারী ও মানবাধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করলেও মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে নারী সমাজ আজও উপেক্ষিত-নিপীড়িত। ফতোয়াবাজি চলছে এখনো। কিন্তু মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে বঞ্চিত রেখে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়।

অধ্যাপক মুহাম্মদ নূরুন্নবী

সাম্প্রতিককালে দেশে তিনটি ক্ষেত্রে উত্থান ঐতিহাসিক। প্রথমত মিডিয়া, দ্বিতীয়ত সুশীল সমাজ ও তৃতীয়ত জঙ্গিবাদ। এর মধ্যে প্রথম দুটি ইতিবাচক, তৃতীয়টি নেতিবাচক। বাংলাদেশের অনেক অর্জনের পেছনে রয়েছে সুশীল সমাজের ভূমিকা। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। আজকের এ আলোচনা অনুষ্ঠানে দেশের বৃহত্তম জনগাষ্ঠী খেটে খাওয়া, বিত্তহীন মানুষেরা নেই। তারা ভাগ্যহীন, অবলা, শিক্ষাবঞ্চিত। তাদেরও রয়েছে দেশপ্রেম, অনেকটা অবোধ দেশপ্রেম। তবে দেশের সেরা সেরা, পাবনার সেরা সেরা মানুষ রয়েছেন। সুশীল সমাজের জন্ম সমাজের বাইরে নয়, সমাজের মধ্য থেকেই। অবশ্য একটু সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন তারা। রাজনৈতিক দল ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করার সুযোগ তাদের রয়েছে। জনগণের প্রতি যথার্থ ভালোবাসা থেকেই রাজনৈতিক দলগুলোর জন্ম। অতীতে আমরা দেশে তা-ই দেখেছি। মূল কথা হচ্ছে, রাজনীতি ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই। এ দেশ, এ মাটির কাছে আমাদের ঋণ রয়েছে। আর তাই সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারা আমাদের রক্ষা করতে হবে।

ক্যাপ্টেন (অব.) ডা. ইলিয়াস ইফতেখার রসুল

'৯০-এর পরে দেশে তিনটি নির্বাচন হয়েছে। অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু জনগণ বারবারই প্রতারিত হয়েছে। আর তাই ভোট সম্পর্কে আজ তারা নির্লিপ্ত। যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দেশে চলছে তার ওপর তারা আর আস্থা রাখতে পারছে না। জনগণের ওপর রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব কমেছে। দলগুলোতে গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিষয় আসছে। কিন্তু শুধু সিইসি পদত্যাগ করলেই হবে না। তার অধীনে তো সরকারি দলের কৃপায় টেকনিশিয়ানদের নিয়োগ হয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হলে শুধু প্রশাসনিক নয়, চারিত্রিক পরিবর্তনও দরকার। আজ দেশে নির্বাচনটা টাকার খেলায় পরিণত হয়েছে। অনেক নিয়ম করা হলেও কোনোটি কাজে আসেনি। নির্বাচনে প্রার্থীদের ন্যূনতম কিছু যোগ্যতা থাকা দরকার। শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা নয়, সততাও থাকতে হবে। এখন দেখা যায়, নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রীয় কোষাগার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ এটা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ধর্মের জিগির নির্বাচনে মোক্ষম

অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ দেশে নিরক্ষরতা। জনগণকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করতে কোনো সরকারই পদক্ষেপ নেয়নি। পাবনায় আমরা দেখেছি, প্রদীপ্ত পাবনা নামে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিরক্ষরতা দূর করার সরকারি তৎপরতা। শোনা যায়, এতে ১৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, অথচ এর মাধ্যমে ১৯ জনকেও শিক্ষিত করা যায়নি। হিন্দুদের মধ্যে ৮০ ভাগই তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ এদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কোনো সরকারেরই কোনো ভাবনা লক্ষ করা যায়নি।

গোপাল সান্যাল

আমাদের নির্বাচন কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা কার্টুনের উপজীব্য, তাদের ভাবমূর্তি পুতুলসদৃশ। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এক একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। অর্থ ও প্রাচুর্যের নিশ্চয়তাই তাদের কাছে বড়। তাই যখন কোনো প্রতিষ্ঠান বা সুশীল সমাজ তা প্রতিরোধের কথা বলেন, তখন সব রাজনৈতিক দল একই সুরে তাদের দিকে সন্দেহের আঙুল তোলে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রথম সারির সব নেতাই এখন স্বচ্ছল। জনগণকে বল বানিয়ে তারা খেলছেন। দলগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা নেই, আছে স্বৈরতন্ত্র ও আত্মীয়তন্ত্র। কোনো দল যখন একজন অসৎ লোককে মনোনয়ন দেয়, তখন সে দলেরই কোনো সৎ মানুষ কি তার প্রতিবাদ করতে পারেন? দেশ-কাল-ইতিহাসের বিবেচনায় রাজনীতিবিদেরা হন মানুষের প্রিয়পাত্র। অথচ আমাদের দেশে তারা ভয়ের কারণ। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত।

আবুল কাশেম

একসময় নির্বাচন দেশে ঈদের আমেজ নিয়ে আসত। এখন তা দেখছি না। সৎ ও যোগ্য প্রার্থী পেতে হলে ভোটারদের সচেতন করে তুলতে হবে। আর ভোটারদের বিশাল অংশ বাস করে গ্রামে। তাই এ উদ্যোগ সফল করতে তা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

শামীমা শিরীন

একজন জনপ্রতিনিধিকে মানুষ অনেক আশা নিয়ে নির্বাচিত করে। আমাদের ব্যর্থতা আমরা তা পূরণ করতে পারি না। জনপ্রতিনিধি কাজ করার আগ্রহ থেকেই প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দলীয় বিবেচনায় যদি তাকে সরকার মূল্যায়ন করে তবে তা দুঃখজনক। এর মধ্যে আমরা নারীরা আরও বঞ্চিত, লাঞ্ছিত। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, সে দেশে এমন হওয়াটা হতাশাজনক। পাবনায় আমাদের অনেক সমস্যা রয়েছে। জলোচ্ছ্বাস একটা বড় সমস্যা। পাশাপাশি ইছামতী নদী খনন করা দরকার।

ডা. সারওয়ার জাহান

স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যা নিরসনে একটি ডেভেলপমেন্ট ভিশন প্রার্থীরা পুস্তিকা আকারে ভোটারদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। যার ভিত্তিতে ভোটারেরা যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করবেন। আমাদের দেশে ভোটার ও প্রার্থীদের দেখা পাঁচ বছর পর একবার হয়। মাঝামাঝি সময়ে প্রার্থীদের পাওয়া যায় না। তাই মধ্যবর্তী সময়ে জবাবদিহিতার একটা স্তর তৈরি করতে হবে। দেশের বেশির ভাগ মানুষ শিক্ষিত নয়, দেশ পরিচালনায় সুশীল সমাজ বা মধ্যবিত্ত সমাজই মূল ভূমিকা রাখে। তাই দেশের সুনাম-দুর্নাম সবকিছুর জন্য তারাই দায়ী। সুশীল সমাজের একটা নিবিড় বন্ধন তৈরি করা দরকার। একই ছাতার নিচে সবাইকে নিয়ে আসার একটা প্রক্রিয়া দরকার।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সংসদ সদস্যদের বিষয়ে তিনটি প্রস্তাব ইতিমধ্যে এসেছে। প্রথমত, তারা দলমত নির্বিশেষে কাজ করবেন। দ্বিতীয়ত, সপ্তাহ বা মাসে একবার তারা যেন প্রত্যক্ষভাবে জনগণের মুখোমুখি হতে পারেন, কাঠামোগতভাবে সে ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়ত, কোনো সংসদ সদস্যের ওপর যদি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটার যেন নির্বাচন কমিশনে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আবেদন করতে পারেন এ রকম ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আনোয়ারুল হক

এক বুক আশা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু যা চেয়েছিলাম তা পাইনি। সামনে নির্বাচন। প্রার্থীদের সম্পর্কে আমরা জানি। তবু তাদেরই ভোট দেব। দরিদ্র মানুষ যারা একটি লুঙ্গি, এক সের চাল কিংবা এক প্যাকেট সিগারেটের বিনিময়ে ভোট দেয় তাদের কীভাবে বোঝাব? সৎ মানুষকে ভোট দিলে সে তো নগদ কিছু পাবে না। তাই সার্বিক পরিবর্তনের জন্য আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ প্রয়োজন। আগামী নির্বাচন বিষয়ে আমার প্রস্তাব, সংসদ সদস্যদের করমুক্ত গাড়ির সুবিধা বন্ধ করতে হবে। বর্তমান কমিশনের অধীনে নয়, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আগামী নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর এককভাবে জনসভা না করার বিধান করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সব প্রার্থীকে নিয়ে জনসভার ব্যবস্থা করবে।

রণেশ মৈত্র

বাংলাদেশ একটি অমিত সম্ভাবনার দেশ। সিঙ্গাপুর ছোট্ট একটি দেশ। একটি শহর নিয়েই একটি দেশ। সেখানে একটি সমুদ্রবন্দর ও একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে তারা বিপুল পরিমাণে আয় করছে। অথচ আমাদের এখানে দুটো সমুদ্র বন্দর, দুটো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। কিন্তু এগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য রেলপথ, সড়কপথ বহির্বিশ্বের জন্য খুলে দেওয়া দরকার। আমাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় দরকার। আমাদের পাহাড়ে সম্পদ আছে, সমুদ্রে আছে। কিন্তু এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমিক সরকার। সাম্প্রদায়িক সরকার দেশপ্রেমিক হতে পারে না। যারা ক্ষমতার জন্য নীতি জলাঞ্জলি দেয়, তারা দেশপ্রেমিক হতে পারে না।

আজ সংসদে ৬০ ভাগ ব্যবসায়ী। যারা দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছেন, জেল খেটেছেন, দেশের জন্য কাজ করেছেন, ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছেন তাদের আজ অসৎ আমলা, কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিবাজদের ক্যানভাসার বানানো হচ্ছে। আজ ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাদের মাদকাসক্ত করা হচ্ছে, নারীদের অন্তরীণ করা হচ্ছে। এ অপরাজনীতির অবসান ঘটাতে হবে। দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের যেমন আছে, আছে সুশীল সমাজেরও। সব দলের অভ্যন্তরে ভালো মানুষদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সুশীল সমাজের দায়িত্ব হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে চাপের মধ্যে রাখা। রাজনীতিবিদ হিসেবে আমি স্বীকার করছি, আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আজকের উদ্যোগের মাধ্যমে একটি বড় কাজ আপনারা করছেন। এটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

আমজাদ হোসেন

নির্বাচনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন থাকতে হবে, তেমনি ওয়াদা ভঙ্গকারী যেন পরবর্তীকালে আর প্রার্থী হতে না পারে সে বিধান করতে হবে। জবাবদিহিতা শব্দটি বেশ শক্ত। গ্রামের লোকজন বুঝতে পারবে না। তাই এ ক্ষেত্রে কৈফিয়ত শব্দটি ব্যবহার করা যায় কি না তা ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। আয়োজকদের কাছে প্রশ্ন, আপনারা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, এ আলোচনার ফলাফল কী? ২০২১ সাল পর্যন্ত আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব কি না তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে আমার অনুরোধ–দেশের জন্য, কৃষক-শ্রমজীবী মানুষের জন্য কাজ করুন।

শবনম মঞ্জিলা খানম মিতা

নারীদের উন্নয়ন যদি না হয়, তাহলে দেশ পিছিয়ে পড়বে। কমিশনার হিসেবে আমরা পুরুষ সহকর্মীদের মতো কাজ করার ক্ষেত্র চাই। মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।

আমিনুর রহমান

সুশীল সমাজের বাস শহরে। কিন্তু আমরা শহরবাসী কি গ্রামের লোকদের চেয়ে সচেতন? আমরা একবার যোগ্য প্রার্থী হিসেবে এ কে খন্দকারকে দাঁড় করিয়েছিলাম। গ্রামে তা নিয়ে যতটা সাড়া পড়েছিল, শহরে তা পড়েনি। আমরা শহরবাসীরা অনেক বড় বড় কথা বলি, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি না। শিক্ষিত লোকেরাই দেশে দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত। তাই যোগ্যতা নির্ধারণে শিক্ষা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

যে কথাটি বারবার আসছে, সেটা হচ্ছে যোগ্য প্রার্থী কীভাবে নির্ধারণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে আমরা বলেছি, হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্যের ব্যাপারে সেটার কথা। হাইকোর্ট বলেছেন, যিনি নির্বাচন করবেন তাকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কিছু তথ্য দিতে হবে। যেমন, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়ের উৎস, বিষয়-সম্পত্তির হিসাব (নিজের নামে কিংবা তার ওপর নির্ভরশীলদের নামে), তার ব্যাংক ঋণের পরিস্থিতি (একক বা যৌথ), তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা আছে কি না, তিনি সাজাপ্রাপ্ত কি না, আগে জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকলে তখন তার ভূমিকা কী ছিল ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, হাইকোর্টের নির্দেশনার পরও নির্বাচন কমিশন তা কার্যকর করছে না। আমরা মনে করছি, এ বিষয়গুলোর সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত করা দরকার। যেমন, তিনি কর দেন কি না, তিনি টেলিফোন বা বিদ্যুৎ বিল খেলাপি কি না, তিনি কয়বার দলবদল করেছেন ইত্যাদি। এই তথ্যগুলো নির্বাচন কমিশনে যখন আসবে, তখন তা জনগণের কাছে 'চাহিবামাত্র পাইবে' এ রকম ভিত্তিতে দিতে হবে। এ তথ্যের ভিত্তিতেই জনগণ যোগ্য প্রার্থী বেছে নিতে পারবে। এটাই হচ্ছে যোগ্য প্রার্থী নির্ধারণের প্রক্রিয়া।

মোহাম্মদ কোবাদ আলী

যে উদ্যোগে আমরা আজ এখানে সমবেত, তা আরও আগে নিলে আমাদের কাজ অনেক কমে যেত। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধানেরা যদি মনে করেন, তারা যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবেন, তাহলে অবস্থার অনেক উত্তরণ ঘটতে পারে। পাশাপাশি নির্বাচনে না ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌস

সুশীল অনেকেই আছেন, তবে প্রশ্ন–তারা সবাই সৎ কি না। বিভিন্ন অপকর্মে যুক্ত অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত। জনপ্রতিনিধিদের নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এ কাজটি করবে জনগণ। তাদের প্রশ্ন করতে হবে। তাদের কাছে কৈফিয়ত চাইতে হবে। কাজটি একই সঙ্গে মিডিয়া ও সুশীল সমাজকেও করতে হবে। জঙ্গি নির্মূলের বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন প্রতি জেলার জন্য একটি করে ৬৪টিতে উন্নীত করতে হবে। এ আসনে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে।

আমিরুল ইসলাম রাঙা

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বেশ কিছু কার্যক্রম দেশের অসংখ্য মানুষের কাছে ছিল বিতর্কিত। তাই এবারও আমরা উদ্বিগ্ন। নির্বাচন কমিশন আজ বিতর্কিত, সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা বিতর্কিত। এ বিতর্কের মধ্য দিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি না তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। ভালো প্রার্থী দেখার আগে দেখতে হবে ভালো দল কোনটি। বাংলাদেশের ৩৬ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, বেশির ভাগ সময়ই দেশ চালিয়েছে সামরিক সরকার। রাজনীতিবিদেরা দেশ চালানোর সুযোগ খুব বেশি পাননি। '৯০-পরবর্তীকালে তিনটি সংসদ নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু সেগুলোও সঠিকভাবে হয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাই সৎ প্রার্থী খোঁজার আগে প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। ভালো প্রার্থী বেছে নিতে গিয়ে আমরা যেন রাজাকারদের নির্বাচিত না করি, সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে।

গোলাম ফারুক প্রিন্স

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, নইলে সমাধান আসবে না। সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত না হওয়াটা শ্রেয়। স্থানীয় সরকার এ কাজটি করবে। এ জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। সংসদ সদস্যেরা আইন প্রণয়ন করবেন। তৃণমূল পর্যায়ের নেতা হিসেবে দলীয় অনেক বিষয়ে আমরা কথা বলতে পারি না। আর উদ্যোক্তাদের শক্তির উৎস কোথায়, অর্থের উৎস কী, তা আমার জিজ্ঞাস্য।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আমাদের পেছনে পশ্চিমা কিংবা বাইরের কোনো শক্তি নেই। কেউ অর্থও দেয় না। দেশের মানুষকেই আমরা আমাদের শক্তি বলে মনে করি। যারা বিভিন্ন দলে আছেন, তারা নিজ নিজ দলে আমাদের এ কথাগুলো সঞ্চারিত করবেন এটাই প্রত্যাশা। ইদানীং নিজ দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে আমাদের দুই নেত্রী বৈঠক করছেন। আমরা দেখছি, তাতে এ কথাগুলোই উঠে আসছে। এটাকে অগ্রগতির লক্ষণ বলে আমরা মনে করছি।

জাকির হোসেন

দেশের রাজনীতি আজ পচে গেছে, এ কথা সত্য। কিন্তু এ রাজনীতি থেকে সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে না এমন মানুষ খুবই কম। যদিও এখানে বক্তব্যে সব দোষ রাজনীতিবিদদের ওপরই চাপানো হয়েছে। রাজনীতিতে এখনো সৎ মানুষ আছেন। পাবনায় টিপু বিশ্বাস, রণেশ মৈত্রের মতো মানুষও নির্বাচন করেছিলেন। তারা ঘুষ খান না, তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নেই, তারা কালো টাকার মালিক নন। কিন্তু তাদের আপনারা ভোট দেননি। যদিও এখানে অনেকে বড় বড় কথা বলে গেছেন। আওয়ামী লীগ, বিএনপিতেও অনেক সৎ লোক আছেন। টাকা ছড়াতে পারেন না বলে তাদের পেছনে লোকসমাগম দেখা যায় না। আজকের এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের অনেকে যখন লুটেরাদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন তখন আমাদের অবাক লাগে। তার পরও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আমরা যা করতে পারিনি, আপনারা তা করছেন। সমাজ থেকে অসুন্দর দূর করতে আপনারা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবেন এটাই প্রত্যাশা করি।

শামসুল হক টুকু

অনুষ্ঠানে আলোচকেরা দেশের সব সমস্যার মূল হিসেবে রাজনীতিবিদদের চিহ্নিত করেছেন। অথচ এ পর্যন্ত বাংলাদেশের যা কিছু অর্জন তা রাজনীতিবিদদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। দেশের রাজনীতি আজ বিভক্ত, জনগণ বিভক্ত, সুশীল সমাজও বিভক্ত। আজ দেশের সব স্থানে যখন রাজাকার-আলবদরদের

দৌরাত্ম্য, দেশ যখন মৌলবাদীদের ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত, তখন সুশীল সমাজের একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। জেলায় জেলায় গিয়ে সৎ প্রার্থী মনোনয়নের কথা বলছেন, এটা শুভ। পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি আয়োজকদের মোবারকবাদ জানাই। কিন্তু প্রশ্ন, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে কি না। আজ রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ কেন হচ্ছে না, তা আমাদের ভাবতে হবে। জনগণের দাবি, নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। রাষ্ট্রপতির কাছে যতটুকু ক্ষমতা থাকলে তিনি তার অপব্যবহার করতে পারবেন না, ততটুকু ক্ষমতাই তার হাতে রাখতে হবে। সুশীল সমাজের কাছে আমার আহ্বান, জনতার এ দাবিগুলো সামনে নিয়ে আসুন। '৭৫-এ জাতির জনককে হত্যার মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র ধূলিসাৎ করা হয়। এরপর প্রহসনের গণতন্ত্র দিয়ে সামরিক শাসকেরা দেশ শাসন করেছেন। আজ সময় এসেছে রাজাকার-আলবদরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। আমাদের বিজয় হবেই।

রেহমান সোবহান

'৭১ সালে ঢাকায় যখন হানাদার বাহিনী অক্রমণ শুরু করল, তখন পাবনায়ও যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধে যাদের রক্ত ঝরল তারা কী ফল পেয়েছেন? তাদের পরিবারের খোঁজ কি আমরা নিয়েছি? তাদের কথা কি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে? পাবনায় যারা রক্ত দিলেন তাদের জন্য আমরা কী করতে পারি? পাকিস্তান আমলে দুই অর্থনীতি আমরা দেখেছি, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তো এখন আমরা দুই সমাজ দেখছি। একদিকে এলিটেরা, অন্যদিকে সাধারণ জনগণ। মুক্তিযুদ্ধের চাওয়া তো এ রকম ছিল না। যে কৃষক যুদ্ধ করেছেন, তিনি কি জমি পেয়েছেন? আপনাদের চলনবিলে বেআইনি দখলে ১০ লাখ একর খাসজমি আছে। এগুলো কীভাবে ভূমিহীনদের কাছে দেওয়া যায় তা ভাবতে হবে। যে দেশে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নেই সে দেশ চলবে কীভাবে? '৭১-এ পুরো দেশ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সুশীল সমাজও ছিল।

সৎ মানুষ তো আকাশ থেকে আসবে না, আপনাদের ভোটেই আসবে। তাই জনগণকে মাঠে থাকতে হবে। সৎ মানুষের পেছনে দাঁড়াতে হবে। সৎ মানুষ নির্বাচিত করেই দায়িত্ব শেষ নয়। তার পেছনে লেগে থাকতে হবে। তিনি কী করছেন, আর কী করছেন না, তা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। অনেকে বলছেন, সবকিছু ঢাকায় হচ্ছে। আমি বলব, আপনি দায়িত্ব নিন। সুশীল সমাজকে সংগঠিত করেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আমাদের সবারই দায়িত্ব রয়েছে।

আব্দুল কাদের

দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে, দুর্নীতি বেড়েছে, সন্ত্রাস বেড়েছে। গত তিনটি সরকারের সময়ও এটা অব্যাহত ছিল। তাই জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা খুবই প্রয়োজন। পাবনার দুই পাশে দুটি নদী, পদ্মা ও যমুনা। নদীগুলো প্রতিবছর ভাঙছে, অনেকে সব হারাচ্ছে। শিল্প কারখানাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে হাজার হাজার মানুষ দরিদ্র হচ্ছে। ক্রমশ অসহায়ত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা।

এর ফল হিসেবে বাড়ছে সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, মৌলবাদের প্রসার। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনীতিবিদদের কাছে জবাব চাইতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যাগুলোর সমাধান তারা কবে নাগাদ করবেন, তা জানতে চাইতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে সম্পদের বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের ভূমিবিষয়ক সংসদীয় কমিটি বলেছে, ৭৮ হাজার কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি বেহাত হয়ে আছে। রাজনীতিবিদদের কাছে জানতে চাইতে হবে, কবে নাগাদ তারা এগুলো দখলমুক্ত করবেন।

পাঞ্জাব আলী বিশ্বাস

স্বাধীনতার ৩৬ বছরে আমাদের হতাশার অনেক দিক যেমন আছে, তেমনি অর্জনও রয়েছে অনেক। সমস্যা সমাধানে আমাদের মূল জায়গায় হাত দিতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন পেতে হলে দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক দল প্রয়োজন। তাই রাজনৈতিক দলগুলো যদি দুর্নীতিমুক্ত হয়, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধানই সম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। দলীয় মনোনয়ন তৃণমূল থেকে ভোটের মাধ্যমে হতে হবে। নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে হলে প্রার্থিতা চূড়ান্তের এক সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এতে টাকার ছড়াছড়ি হওয়ার সুযোগ কমবে। এক রঙের পোস্টার করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। আলাদা আলাদাভাবে জনসভা করার প্রক্রিয়া বন্ধ করে একসঙ্গে সবাইকে নিয়ে জনসভা করার প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

অধ্যাপক এ আর শামসুল ইসলাম

আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে, আমাদের দেশটা ভালো চলছে না–এ ব্যাপারে আমরা একমত। একটা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্নে আমরা মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিলাম। সে স্বপ্ন বিলীন হওয়ার উপক্রম। কোনো রকমে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। অযোগ্য ও সৎ নন এমন অনেক ব্যক্তিকে আমরা এমপি বানিয়েছি। সেটা এখন আমরা বুঝতে পারছি। এখন আমরা চাইব সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে। ২০২১ সালে আমরা একটি ভালো দেশ চাই। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ২০০৭ সালে আমাদের সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত করতে হবে। আমরা এর আগে ভুল করে ভুল মানুষদের নির্বাচিত করেছিলাম। তারা নির্ভুলভাবে লুটপাট, দুর্নীতি চালিয়ে গেছে। বিপরীতে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন এখনো প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরছে না। আমরা দেখেছি, নির্বাচন কমিশনই হোক, আর আদালতই হোক, যে সিদ্ধান্ত ধনীদের পক্ষে যায় না, তা বাস্তবায়নে গড়িমসি লক্ষ করা যায়। দেশের বেশির ভাগ মানুষই গরিব। তাই টাকার জন্য তারা বিভিন্ন প্রার্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর মানুষের এ দারিদ্র্যকে ব্যবহার করেন আমাদের প্রার্থীরা। তাই দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। নির্বাচন কমিশনেও দলীয়করণ দেখা যায়। এটা বন্ধ করতে হবে। কমিশনে যেসব মামলা হয়, তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আসুন আমরা সিদ্ধান্ত নিই, আমরা খারাপ মানুষকে আর ভোট দেব না। ভালো মানুষকে ভোট দেব। কারণ ভালো মানুষ নির্বাচিত না হলে দেশের ভালো হবে না।

আপনাদের সবাইকে এ আয়োজনে অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আয়োজকদেরও।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

- স্থানীয় সমস্যার ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক দলসমূহকে নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করতে হবে। কোনো সাংসদ নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তাকে পরবর্তী নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।
- জেলা পর্যায়ের নাগরিক সমাজকে একত্র করে একটি বৃহৎ নাগরিক কমিটি গঠন করতে হবে। নাগরিক সংলাপ জেলা পর্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত করতে হবে।
- ধর্মীয় রাজনীতি এবং ধর্মীয় ফতোয়াবাজ নিষিদ্ধ করতে হবে।
- নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিযুক্ত করতে হবে। সংসদ নির্বাচনে নারীদের সরাসরি নির্বাচন করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলে তৃণমূল থেকে ভোটের মাধ্যমে স্তরভিত্তিক রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন করতে হবে, যাতে সৎ ও যোগ্য লোক রাজনৈতিক নেতা নির্বাচিত হন।
- বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ করা উচিত। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রধান নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করতে হবে।
- সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা ন্যূনতম ডিগ্রি পাস হতে হবে।
- নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং গ্রামের নাগরিকেরা যাতে জোতদার ও মাতব্বরদের কথামতো ভোট না দেয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- সংবাদ মাধ্যমসমূহকে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। সংবাদপত্রগুলো যাতে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বন্দী না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- যুব সমাজের মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ছাত্ররাজনীতির কথা উন্নয়ন রূপকল্পে থাকতে হবে।
- স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক দলসমূহকে একত্রে কাজ করতে হবে।
- সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি ক্রয় করতে দেওয়া হবে না–এ মর্মে নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার থাকতে হবে।
- প্রার্থীরা নির্বাচনী ব্যয় নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সভায় সব প্রার্থী নির্বাচনী বক্তৃতা দেবেন।
- সৎ ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন নিশ্চিত করতে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নাগরিক কমিটির আলোচনা করা উচিত।
- সুশীল সমাজকে কৃষক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। নাগরিক কমিটির উদ্যোগে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় একটি করে নাগরিক উপকমিটি গঠন করতে হবে। ওই উপকমিটি জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।
- যেসব প্রার্থী নির্বাচনী এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, যাদের ঢাকায় গাড়ি-বাড়ি নেই, যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, যারা কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করেন, এবং যাদের জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, শুধু তাদের মনোনয়ন দিতে হবে।
- সংসদ সদস্যেরা কার কাছে জবাবদিহি করবেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- নির্বাচনে 'না' ভোট রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। যদি 'না' ভোটের সংখ্যা বেশি হয় তাহলে সব দলকে নতুন করে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচন করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলসমূহের রেজিস্ট্রেশন থাকা দরকার।
- প্রার্থী নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি কে দেবে–তা নিশ্চিত করতে হবে।

- দরিদ্রদের স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণার পর প্রধান দুই দলের প্রার্থীদের নিয়ে নাগরিক কমিটি কর্তৃক বিতর্কের আয়োজন করা উচিত।
- নির্বাচন কমিশনে দায়েরকৃত মামলার বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
- দারিদ্র্য নিরসনের প্রচলিত নিয়ামকসমূহ দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে।
- নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স থাকতে হবে।
- বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে।
- নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণার পর দ্রুত (সাত দিন) নির্বাচন শেষ করতে হবে যাতে প্রার্থীরা অতিরিক্ত টাকা খরচ না করতে পারে।

স্থানীয় সমস্যা:

- এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে।
- পাবনায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- পাবনা শহরে রেলস্টেশন তৈরি করতে হবে
- ইছামতী নদী খনন করতে হবে।
- শিল্প কারখানায় তাড়াতাড়ি গ্যাস দিতে হবে।